কালের কণ্ঠ

তারিখ 27 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

শিক্ষা মান হারাচ্ছে

প্রয়োজন দক্ষ ও মেধাসম্পন্ন শিক্ষক

সরকারের শিক্ষাবান্ধব নীতির ফলে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। নানা ধরনের উপবৃত্তি হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরও শিক্ষালাভে উৎসাহিত করছে। ফলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ছে প্রতিবছর। বাড়ছে পাসের হার। জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও প্রতিবছর রেকর্ড ছাড়াচ্ছে। কিন্তু যেভাবে পাসের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাড়ছে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা, একইভাবে কি শিক্ষার মান বেড়েছে? জবাব অবশ্যই নেতিবাচক। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত না হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষকের অভাব। কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানেও মানসম্মত শিক্ষকের অভাবের বিষয়টি উঠে এসেছে। এ জন্য শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। দেশে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর আশা করা হয়েছিল, আন্তর্জাতিক মানের একটি পদ্ধতির সঙ্গে দেশের শিক্ষার্থীরা পরিচিত হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত দেশের অনেক শিক্ষকই সৃজনশীল পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। শুরুতে বিষয়টি নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলেও সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু এটাও লক্ষ করা যাচ্ছে যে অনেক শিক্ষকই সৃজনশীল পদ্ধতি বুঝতে পারেন না। ফলে শিক্ষার্থীদের মুখস্থবিদ্যার দিকে ঠেলে দেন তাঁরা। তাতে কোনো শিক্ষার্থীর মৌলিক মেধা যাচাই হয় না। আবার একই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীও শিক্ষকের ভুলে বঞ্চিত হয়।

শ্রেণিকক্ষে মানসম্মত শিক্ষক নিশ্চিত করতে না পারলে মানসম্মত শিক্ষাও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে বেশি। এই প্রবণতা শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে বেশি। সাধারণত বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় টাকার বিনিময়ে, শিক্ষকের মান যাচাইয়ের কোনো সুযোগ থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ করতে স্বজনপ্রীতির আশ্রয়ও নেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই এসব শিক্ষকের কাছ থেকে মানসম্মত শিক্ষা আশা করা যায় না। শিক্ষকরাও নিজেদের মান উন্নত করার ব্যাপারে আগ্রহী হন না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার জরিপে শিক্ষা ও শিক্ষকের মান নিয়ে যে চিত্র উঠে এসেছে, তা নিতান্তই হতাশাজনক। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে অচিরেই আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটবে।

মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক। আত্মীয়তা কিংবা অনুদানের নামে টাকা নয়, যোগ্যতা যদি হয় শিক্ষক নিয়োগের মাপকাঠি, তবে যোগ্য শিক্ষক খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না। মনে রাখা দরকার, শিক্ষকতা কেবলই একটি চাকরি নয়, এই পেশা ব্রত সাধনার মতো। সেখানে একজন শিক্ষককে পেশার প্রতি মনোযোগী ও নিবেদিত হতে হয়। শিক্ষকতা পেশার প্রতি মেধাবীদের আগ্রহী করে তুলতে হবে। আর মেধাবীরা শিক্ষকতায় না এলে মেধাসম্পন্ন প্রজন্ম গড়ে উঠবে না। তাই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে সবার আগে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।